Sanatan Dharma

একমুখী রুদ্রাক্ষ (1 মুখী রুদ্রাক্ষ)

একমুখী রুদ্রাক্ষ ভগবান শিবের চক্ষুর প্রতিরূপ এবং ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। একমুখী রুদ্রাক্ষের মধ্যে অনেক প্রকারের দৈবশক্তি ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ থাকে, এবং ভগবান শিবের আশীর্বাদ ও শক্তি এবং আরো প্রভূত গুণ এই একমুখী রুদ্রাক্ষেই উপস্থিতি। একমুখী রুদ্রাক্ষ দুই ধরনের হয়. অর্ধচন্দ্রাকৃতি একমুখী রুদ্রাক্ষ
এবং গোল নপোলি একমুখী রুদ্রাক্ষ। অর্ধচন্দ্রাকৃতি এক মুখী রুদ্রাক্ষ সহজলভ্য।

কিন্তু একমুখী গোল নপোলি রুদ্রাক্ষ খুবই দুর্লভ এবং তা খুবই শক্তিশালী ।এই একমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে ভগবান শিবের আশীর্বাদ যেমন পাওয়া যায়., এর সাথে অন্যান্য সমস্ত দেবতার আশীর্বাদ ও মহাশক্তি লাভ করা যায়. । এক মুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে অনেক প্রকার বাধা-বিপত্তি থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়া যায়. এবং ভগবান শিবের প্রতি ভক্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবশ্যই ঘটবে ।
শুধু এই রুদ্রাক্ষ ধারণ নয়. একমুখী রুদ্রাক্ষের বিধিসিম্মতভাবে শোধন করে তা যদি স্থাপন করে গৃহে পুজো করা হয়. তাহলে ও সমান ফল লাভ হয়.। রুদ্রাক্ষ কখনো অশুভ ফল প্রদান করে না।

Published on: May, 17 2023 17:11

রুদ্রাক্ষ যিনি ধারণ করবেন সকালে উঠে যদি শিবের মন্ত্র ও শিবের প্রাত স্মরণ স্তোত্র পাঠ করা হয় তাহলে সেই দিন থেকে তার শুভ পরিণাম শুরু হয় এবং বিভিন্ন প্রকার সংকট বাধা বিঘ্ন থেকে মুক্তি মেলে।

একমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে পরবর্তীতে অবশ্যই শিবলোকে বাস করার সৌভাগ্য লাভ হয় এতে কোন সংশয় নেই ।
প্রকৃত শিব ভক্ত ও রুদ্রাক্ষ ধারণকারী মানুষ আস্তে আস্তে রুদ্রাক্ষের গুনে গুণান্বিত হয়ে ওঠেন রুদ্রাক্ষের মধ্যে এমনই শক্তি রয়েছে, শাস্ত্রে বলা হয়েছে পশুরাও যদি তার গলায় রুদ্রাক্ষ ধারণ করে অর্থাৎ করিয়ে দেয়া হয় তারাও শিবলোকে যাওয়ার অধিকারী হয় ।

এমন কি রুদ্রাক্ষ রত্নের থেকেও মূল্যবান অর্থাৎ রত্নের থেকেও অনেকে বেশি কাজ করে ,মনকে স্বচ্ছ করে , হিংসা, বিদ্বেষ, পাপ ,মন্দবুদ্ধি এগুলি মন থেকে ত্যাগ হয়ে যায় পাপের ক্ষয় হয়। এছাড়াও রুদ্রাক্ষ ধারণ না করে যদি সিন্দুকে বা আলমারিতে শুদ্ধ অবস্থায় রাখা হয় এবং প্রতিদিন ধূপধনা দেখানো হয় ও শিবের মন্ত্র জপ করা হয় তাহলেও ভীষণ মঙ্গলকারী এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি লাভ হয়।

দেশে এবং বিদেশে বহু বিজ্ঞানী বলছেন যে রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন কাজে সফলতা লাভ হয়।

Published on: May, 17 2023 17:11